ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১২৮৩

আগরতলা,২৫ জুন,২০২৬

জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের অসাধারণ সাফল্য
চিকিৎসকদের দ্রুত ও সময়োপযোগী চিকিৎসায় সংকটাপন্ন রোগী প্রাণ ফিরে পেল

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের অসাধারণ সাফল্যে এক রোগীর প্রাণ ফিরে পেল। আগরতলা মঠ চৌমুহনীর কামারপুকুর পাড়ের ৫০ বৎসর বয়সী রাজেশ লস্কর গত ১৬ জুন আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ বনমালীপুর রাম ঠাকুর আশ্রমের সামনে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সময় নষ্ট না করে তাঁকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা দ্রুত জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের রেফার করেন। জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করার পর চিকিৎসকদের একটি ডেডিকেটেড টিম রোগীর চিকিৎসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।চিকিৎসকরা রোগীর প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এক সময় রোগীর অক্সিজেন লেভেল ২০% এর নিচে নেমে গিয়েছিল। তখন ট্রমা সেন্টারের চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে এডভান্স এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট এবং ইনটিউবেশান চিকিৎসা শুরু করেন।এর মাধ্যমে মাত্র ১৫ মিনিটে রোগীর অক্সিজেন লেভেল বৃদ্ধি পেয়ে ১০০%-এ আসে। তারপর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে।

চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর জীবন বাঁচাতে দিন-রাত লড়াই চালিয়ে যান। চিকিৎসকদের এই লড়াই রোগীর স্ত্রীর কাছে ছিল এক অলৌকিক ঘটনার মত। তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন ‘‘ডাক্তার বাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, আমাদের জন্য। ডাক্তার বাবুরা ভগবানের মত এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই আজ আমার স্বামী এক নতুন জীবন লাভ করেছেন’’। ট্রমা সেন্টারের চমৎকার চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র ৪ দিনের মাথায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ইনচার্জ ডাঃ পুলক সাহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকদের এই টিমে ছিলেন ডাঃ সমরজিৎ ভট্টাচার্য, ডাঃ বিনয় চাকমা এবং ডাঃ আকাশ ত্রিপুরা। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই জিবিপি হাসপাতালে অতি দ্রুততার সাথে এই ধরনের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা লাভ করে রোগীর পরিবার পরিজনেরা খুবই আনন্দিত। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গত ২০ জুন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****